# পৃথিবীর বিখ্যাত ৫ জন সফল উদ্যোক্তার সেরা ৫টি বৈশিষ্ট্য

priyocareer.com/সফল-উদ্যোক্তার-বৈশিষ্ট্য/

একজন সফল উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করার মত। স্বাভাবিকভাবে সফল হতে হলে অবশ্যই নিজের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসতে হবে। হতে পারে আপনার মধ্যে ইতোমধ্যে কিছু গুণাগুণ বিদ্যমান। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না কোনগুলো সফল ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য, আর কোনগুলো ব্যর্থ ব্যক্তিদের।

বর্তমান সময়ে বিখ্যাত কয়েকজন উদ্যোক্তার মধ্যে রয়েছে মার্ক জুকারবার্গ, বিল গেটস, এলন মাস্ক। সফল হওয়ার জন্য, তাদের মত মেধাবী এবং সফল মানুষদের গুণগুলো অনুসরণ করতে পারেন।

আজকের এই লেখায় এরকম ৫ জন বিখ্যাত সফল উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো। তাদের এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার দৈনন্দিন জীবনের রুটিনের মধ্যে যুক্ত করে নিতে পারেন। একসময় আপনার নিজের মধ্যেই পরিবর্তন দেখতে পারবেন। কিভাবে একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়া যায় এই লেখাটি পড়ে জেনে নিতে পারেন।

## সফল উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য

**এক নজরে সম্পূর্ণ লেখা** দেখুন

### এলন মাস্ক

এলোন মাস্ক একই সাথে নিউরালিঙ্ক স্পেস-এক্স এবং টেসলার প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। তিনটি কোম্পানি একই সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনটি কোম্পানি কিভাবে চাপ মুক্তভাবে পরিচালনা করে?

এর ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি এর জন্য একটি রুটিন সেট করেছেন। সে তার দিন শুরু করে সকাল ৭ টায়। প্রথম ৩০ মিনিট গুরুত্বপূর্ণ ইমেলগুলো পড়া এবং উত্তর দেয়ার জন্য নির্ধারণ করেন। তিনি সব ইমেইল পড়ে না বরং ফিল্টার করে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ইমেলের উপর ফোকাস করে। এর উপর ভিত্তি করে ঠিক করে নেন, আজকের দিনে কোন কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সময় নষ্ট হয় এমন কাজ তিনি করেন না। যেমন, তার নিজের কোন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই।

তার এই বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা কি শিখতে পারি?

দিনের শুরুতে ঠিক করে নিন, কোন কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রয়োজনে খাতায় কিংবা ফোনে নোট করে নিন। তারপর, একটি একটি করে সম্পন্ন করুন।

## জেফ বেজস

মিটিং আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জেফ বেজসের নিকট এই মিটিং অপ্রয়োজনীয়। তার মতে মিটিং করার অর্থ সময় নষ্ট করা। তবে, মিটিং যদি হয় সঠিক পরিকল্পনা মাফিক তাহলে ভিন্ন কথা।

যাই হোক, জেফ বেজস এই মিটিংকে দেখে ভিন্ন চোখে। ১৫ মিনিটের মিটিংয়ে যদি ১২ জন থাকে, তাহলে সেটাও সময়ের বড় অপচয় হতে পারে। মিটিংয়ের এই সমস্যা দূর করার জন্য, জেফ বিজস অনুসরণ করে '২ পিজা' রুলস। এর মানে হল ২ টা পিজা খেতে সক্ষম এরকম মানুষ নিয়ে তিনি মিটিং করতে পছন্দ করে।

তার এই বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা কি শিখতে পারি?

এর মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারি, সময়ের সংগঠিত ব্যবস্থাপনা এবং কাজের পূর্বে পরিকল্পনা করার গুরুত্ব।

## রিচার্ড ব্রেনসন

রিচার্ড ব্রেনসন একজন বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবসায়ী। এছাড়া তিনি একজন বিনিয়োগকারী এবং দানবীর হিসাবে পরিচিত। ব্রেনসনের একটি চমৎকার গুণ হল তিনি সবসময় একটি নোটবুক নিয়ে চলাফেরা করেন। বর্তমান সময়ে আমরা যদিও এই কাজটি স্মার্টফোনে করে থাকি। কিন্তু তিনি কাগজের নোটবুকে তালিকা তৈরি করতে পছন্দ করেন। তার এই তালিকায় তার চিন্তা, লক্ষ্য এবং দৈনন্দিন কাজের তালিকা থাকে।

তিনি তার দৈনন্দিন কাজগুলো ধাপে ধাপে তালিকা তৈরি করে নেয়। তারপর, যেই কাজটি শেষ হয় সেটা কলম দিয়ে কেটে দেয়। এটা তাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো মনে রাখতে সাহায্য করে এবং ভালভাবে কাজ সম্পন্ন করার সুবিধা প্রদান করে।

তার এই বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা কি শিখতে পারি?

দৈনন্দিন কাজগুলোকে তালিকা করে সাজিয়ে নেয়া। নিজের লক্ষ্য এবং চিন্তাগুলোকে লিখে রাখা। আপনাকে অবশ্য তার মত নোটবুক নিয়ে ঘুরতে হবে না বরং স্মার্টফোনে To Do List অ্যাপ ডাউনলোড করে কাজটি করতে পারেন।

## স্টিভ জবস

স্টিভ জবস তার অসাধারণ নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্য পরিচিত। তার কর্মচারীরা অবশ্য বলে ছিলেন তিনি অসহিষ্ণু এবং তার আইডিয়াগুলো তেমন কাজের না। কিন্তু পরে অবশ্য তার সম্পর্কে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি তার শীর্ষ এক্সিকিউটিভের নিকট থেকে প্রায় ১০০টির বেশি আইডিয়া সংগ্রহ করেছিলেন। আইডিয়াটি ছিল কিভাবে অ্যাপল আগামী বছরে সাফল্য লাভ করতে পারে।

তিনি এই ১০০ টি আইডিয়া থেকে ১০টি আইডিয়া সিলেক্ট করে। তারপর সেই ১০টি আইডিয়াকে আরও যাচাই বাছাই করে ৩টি আইডিয়া নির্বাচন করেন। পরবর্তীতে এই তিনটি আইডিয়ার উপর ভিত্তি করে তিনি পরিকল্পনা করেন।

তার এই বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা কি শিখতে পারি?

যে কোন কিছুই অর্থপূর্ণ হতে পারে। সুতরাং, লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবগুলো পদক্ষেপকে গুরুত্ব সহকারে নিন। তারপর, সেখান থেকে যাচাই বাছাই করে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতিটি নির্বাচন করুন।

## নিল প্যাটেল

নেইল প্যাটেল নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার লেখক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। হ্যালো বার এবং ক্রেজি এগের সহ-প্রতিষ্ঠাতা তিনি। নিজেকে এই অবস্থানে আনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কিছু কৌশল রয়েছে।

তিনি ভ্রমণ করার সময়েও কাজ করেন। তিনি উবারে থাকুক কিংবা প্লেনে সবসময়ে কাজ করতে থাকেন। প্যাটেল বলে ভ্রমণের সময় তার কার্যক্ষমতা বেশি হয়। এছাড়া ভ্রমণে থাকাকালীন তিনি তার ওয়েবসাইটের জন্য ব্লগ লেখেন।

তার এই বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা কি শিখতে পারি?

ভ্রমণের অর্থ এই নয় আপনি অযথা সময় নষ্ট করবেন। এই সময়টি আপনি বই পড়ে কিংবা অন্যান্য অনেক কাজ করে কাজে লাগাতে পারেন।

## পরিশেষে

আপনি যদি সফল উদ্যোক্তাদের রুটিন পড়তে থাকেন, তাহলে এই গুণগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করুন। খেয়াল করে দেখুন তারা সফল হওয়ার জন্য তারা নিজেরা কিছু কৌশল তৈরি করে নিয়েছে। প্রত্যেকের মধ্যে যে দিকটা মিল সেটা হল প্রত্যেকে সময়ের সঠিক ব্যয় করা চেষ্টা করেন।